স্বাস্থ্য সেবা অধিকার
শেখ হাসিনার অঙ্গিকার

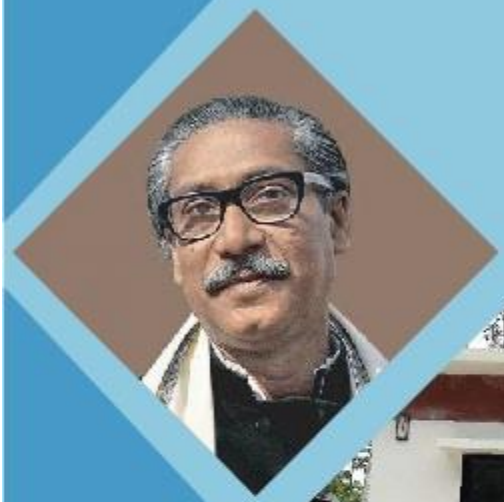

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২৭ জানুয়ারি ২০১৯

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিদর্শন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত তথ্যকণিকা

জাতির পিতার নির্দেশ:

"..... আপনাদের কর্তব্য রয়েছে। আপনারা কেন যখন-তখন ছুটি ভোগ করেন। আমি আশা করি ভবিষ্যতে আপনারা নিশ্চয়ই এদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আপনারা যারা বড় ডাক্তার আছেন, যারা স্পেশালিষ্ট আছেন, জনগণ তাদের সম্পদ দিয়ে আপনাদের সবকিছু বজায় রেখেছে। নতুন শহর দেখেন, আপনাদের দোতলায় অফিস দেখেন, পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল ভবন দেখেন, যেখানেই যান দেখবেন সবকিছু বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের পয়সায় গড়া। তাদের দিকে কেন নজর দিবেন না। সাদা কাপড়-চোপড় দেখলেই কেন তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেন? আর দুঃখী মানুষ আসলেই কেন তাকে রাস্তার বাইর করে দেন; বয় বলে চিৎকার করেন? এই মনোভাবের পরিবর্তন কবে আপনাদের হবে। আমি শুধু আপনাদের ডাক্তার সাহেবদের বলছি না। এটা যেন আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে এসে গেছে।

সূত্র ঃ ৮ অক্টোবর ১৯৭২ তৎকালীন পিজি হাসপাতালের রক্ত সংরক্ষণাগার এবং নতুন মহিলা ওয়ার্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।

" কী পেলাম, কী পেলাম না, সে হিসাব মেলাতে আমি আসিনি। কে আমাকে রিকগনাইজ করল, করল না, সে হিসাব আমার নাই। একটাই হিসাব, এই বাংলাদেশের মানুষ, তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে কিছু কাজ করতে পারলাম কি না, সেটাই আমার কাছে বড়। "

" ডাক্তাররা রোগীকে মেরে ফেলতে চান না। রোগীর জন্য অনেক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন"

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক	**জাহিদ মালেক, এমপি** মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় **ডা. মুরাদ হাসান, এমপি** প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
পৃষ্ঠপোষক	**মোঃ আসাদুল ইসলাম** সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সম্পাদনা পরিষদ	**বাবলু কুমার সাহা,** অতিরিক্ত সচিব **সোহেল ইমাম খান,** যুগ্মসচিব **ড. এনামুল হক,** যুগ্মসচিব **ড. গোলাম মোঃ ফারুক,** উপসচিব **ড. বিলকিস বেগম,** উপসচিব **মোছাঃ মাসুদা বেগম,** সিনিয়র সহকারী প্রধান **শেখ মোঃ রজব আলী,** পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
সম্পাদনায়	**জাকিয়া সুলতানা** অতিরিক্ত সচিব
গ্রাফিক্স এন্ড কম্পিউটার	**এস. এম. আলমগীর হোসাইন** স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
প্রকাশনায়	**স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রকাশকাল	**জানুয়ারি ২০১৯**

জাহিদ মালেক, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বার্তা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প-২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে যে অভিযাত্রার সূচনা করেন, তার সাফল্য কালক্রমে তাঁকে 'দেশরত্ন' থেকে বিশ্বের অন্যতম সফল রাষ্ট্রনায়কে উন্নীত করে। একটানা দুই মেয়াদ উত্তীর্ণ করার পর তৃতীয় বারের মত সরকার পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হওয়ায় আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা হয়ে উঠেছেন ঐতিহ্য সুরক্ষা, বর্তমানের সফল পথচলা এবং ভবিষ্যতের ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত-সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অকুতোভয় ও বিশ্বস্ত কাণ্ডারী।

১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯-২০১৮ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে যে সব সফল কমসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে তার সুফল আজ তৃণমূল পর্যায়ের সাধারণ মানুষ পাচ্ছে। গ্রামের প্রায় ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে শুরু করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা এবং রাজধানীর বিশেষায়িত হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা আজ বিশ্বের বিস্ময়।

সেই ধারাবাহিকতাকে আরো বেগবান করতে নতুন সরকারের পথ চলার শুরুতেই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 'আগামী ১০০ দিনের কর্মসূচি' ঘোষণা করেছে। সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় থেকে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম, বিশেষ করে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, কর্মক্ষেত্রে জনবল উপস্থিতি, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপর নিয়মিত কঠোর তদারকি করা হচ্ছে। আগামী পাঁচ বছরে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক এবং জনবান্ধব স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে জনগণের দোরগোড়ায় সহজলভ্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

পূর্ববর্তী মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ পরিদর্শন করে যে সব সুদূরপ্রসারী দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সমৃদ্ধির অগ্রযাতায় এগিয়ে চলছে।

প্রধান অভিভাবক হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা আমাদের জন্য ভবিষ্যতের পাথেয় হোক, এই কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

জাহিদ মালেক, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বার্তা

৪৭ বছর পূর্বে স্বাধীনতার প্রাক্কালে কেউ ভাবেনি আজ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির অর্থনীতি হবে $ ২৮৫.৮১৭ বিলিয়ন (ক্রয় ক্ষমতা সমতা অনুযায়ী $ ৭৫১.৯৪১ বিলিয়ন এবং বিশ্বে ৩১তম) সমমানের। কেউ কল্পনাও করেনি এই দেশ ১৬০ মিলিয়ন জনগণকে খাবার যোগান দিতে পারবে। কেউ কখনও ভাবেনি এ দেশ স্বল্পোন্নত হতে এত দ্রুত উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। কেউ ভাবেনি আজ আমাদের মাথাপিছু আয় হবে $ ১৮১০। কিন্তু সবকিছু ভুল প্রমাণিত করে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের এক অপার বিস্ময়; বোদ্ধাদের ভাষায় 'উন্নয়ন ধাঁধা'। স্বাস্থ্য সেবায় বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে। এসব অর্জনের অন্যতম গর্বিত অংশীদার হল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

শুরুটা হয়েছিল জাতির জনকের হাত ধরে সেই ১৯৭৩ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। অত:পর তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এমডিজি লক্ষ্য অর্জন। ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নয়ন, ২০৩০ সালে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে দুর্নীতি ও ক্ষুধামুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২৭ জানুয়ারি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করবেন জেনে আমরা অনুপ্রাণিত। উল্লেখ্য, তাঁর সুযোগ্য দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে শত বছরের ডেল্টা প্ল্যান নিয়ে এগিয়ে চলেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় উল্লিখিত মাইলফলকসমূহ বাস্তবায়নে গর্বিত ও নৈর্ব্যক্তিক নিয়ামক হিসেবে কাজ করে যাবে বলে প্রতিশ্রুতি রাখছি।

পরিশেষে জাতির জনকের কণ্ঠে বলতে চাই "....দাবায়ে রাখতে পারবানা।"

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান, এমপি)

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

শুভেচ্ছা বার্তা

গত এক দশকে দেশের স্বাস্থ্য সেবা খাতের সাফল্য সারা বিশ্বে নন্দিত হয়েছে। তৃণমূল পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিকসহ স্বাস্থ্য সেবা নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি, স্বাস্থ্য জনবলের সংখ্যা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, এখাতে সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি, এবং বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কার্যক্রম এই সাফল্য অর্জনে সহায়তা করেছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দৃঢ় নেতৃত্ব, স্বাস্থ্য খাতকে তাঁর উন্নয়ন প্রাধিকারে অন্তর্ভূক্তি এবং অব্যাহত মনিটরিং ও দিক নির্দেশনার জন্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্বের মেয়াদে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অর্জনে স্বাস্থ্য খাতের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কিছু প্রায়োগিক নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। বস্তুত: উক্ত নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের মান উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান মেয়াদের শুরুতেই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের জন্য নির্বাচিত করায় আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা আশা করছি আমাদের অভিভাবক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিদর্শনের মাধ্যমে আমরা বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী দিক নির্দেশনা পাব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা আমাদের ভবিষ্যত কর্মতৎপরতাকে আরো বেগবান করবে।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও অধীনস্ত অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকান্ড, স্বাস্থ্য খাতের পরিবর্তনশীল চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিকল্পনা এবং আগামী ১০০ দিনের কর্মসূচি দিয়ে এ বুকলেটটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকাশনার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করি।

এ প্রকাশনার সাথে সংশিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব

অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

শুভেচ্ছা বার্তা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে তিন বছর আগেই। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ অর্জন করেছে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যাওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সমানতালে এগিয়ে চলছে স্বাস্থ্যখাত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গণমুখী, দূরদর্শী ও সফল নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গত দশ বছরে প্রধান স্বাস্থ্য সূচকসমূহ যথা- শিশুমৃত্যু হ্রাস, মাতৃমৃত্যু হ্রাস, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সূচকে বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যার পেছনে রয়েছে সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচি, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ প্রসব কর্মসূচি, পরিবার পরিকল্পনার প্রসার ইত্যাদি কার্যক্রম।

কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ স্থাপনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে গ্রাম পর্যায়ে সবার জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিৎ করেছে বর্তমান সরকার। এ ক্লিনিকগুলো দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপকল্প স্বাস্থ্যখাতে ডিজিটালাইজশনে অনুপ্রেরনা যুগিয়েছে। স্বাস্থ্য বাতায়ন - ১৬২৬৩ নামে একটি সার্বক্ষণিক হেলথ কল সেন্টার চালু করা হয়েছে যেখানে তাৎক্ষণিক চিকিৎসকের পরামর্শ এবং স্বাস্থ্য তথ্য পাওয়া যায়। টেলিমেডিসিন সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থের জন্য মোবাইল ভয়েস ও এসএমএসভিত্তিক পরামর্শ এবং ডিএইচআইএস২ সফটওয়ার ব্যবহার করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহের নেটওর্য়াক তৈরী করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে বর্তমান সরকার দারুন প্রশংসিত হয়েছে; পেয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার। নির্দিষ্ট সময়ের আগে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৪ অর্জনে অসাধারণ সাফল্যে ও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থের উন্নয়ন দেশের জন্য মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার নিয়ে এসেছে। জাতীয় ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রণীত ৫ বছর মেয়াদি ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচী ২০১৭-২০২২ এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচীটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হলে দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি পরিস্থিতির বিরাট উন্নয়ন ঘটবে। ২০৩০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলো অর্জনের প্রথম ধাপ হিসেবে এই উন্নয়ন কর্মসূচী ভূমিকা রাখবে।

আগামী ২৭ জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে আগমন স্বাস্থ্যখাতের ভবিষ্যত পথ চলাকে অনুপ্রেরণা যোগাবে। তাঁর দূরদর্শী দিকনির্দেশনাকে পাথেয় করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দুর্বার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। আমার বিশ্বাস একাদশ জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ইশতেহার অনুযায়ী জনগণের স্বাস্থ্য চাহিদা মেটাতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বিত প্রয়াস বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।

অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

সূচিপত্র

ভূমিকা	১
অভিলক্ষ্য	২
রূপকল্প	২
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রধান কার্যাবলি	২
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের দপ্তর সংস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৩
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা	৪
সরকারের স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত নির্বাচনী ইশতেহার	৬
মন্ত্রণালয় ঘোষিত আগামী ১০০ দিনের কর্মসূচী	৭
২০০৯-২০১৮ পর্যন্ত প্রণীত আইন,নীতি/কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা	৮
কমিউনিটি ক্লিনিক	৯
গুরুত্বপূর্ণ সূচক: অর্জন ও লক্ষ্যমাত্রা	১০
শিশুস্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা কার্যক্রম	১১
সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	১২
মানসিক স্বাস্থ্য, অটিজম ও প্রতিবন্ধিতা	১৩
স্বাস্থ্য বাতায়ন ও টেলিমেডিসিন	১৪
জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম	১৫
স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি	১৬
অ্যাম্বুলেন্স, জীপগাড়ী ও মোটর সাইকেল বিতরণ	১৭
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের চলমান ওপি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ	১৮
সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা	২০
গৃহীত প্রধান প্রকল্পসমূহ	২১
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ	২২
আর্ন্তজাতিক সম্মাননা ও স্বীকৃতি	২৩
স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে করণীয়	২৪
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি	২৫

ভূমিকা

স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) এবং ১৮(১) অনুসারে চিকিৎসাসহ জনগণের পুষ্টি উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সাংবিধানিক এই দায়িত্ব পালন এবং স্বাধীনতার সুফল সকলের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ১৯৭৪ সালে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে ভেঙ্গে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও শ্রম মন্ত্রণালয় এবং ১৯৮১ সালে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হিসাবে নামকরণ করা হয়। ১৯৯০ সালে মন্ত্রণালয়ের কল্যাণভিত্তিক কার্যক্রমটি নামে প্রতিফলনের প্রয়োজনে এ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নামকরণ করা হয়। ২০১৭ সালের মার্চে মন্ত্রণালয়কে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন করা হয়।

উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও সফল নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে সরকার দারুণ প্রশংসিত হয়েছে। পেয়েছে আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার। স্বাস্থ্য অবকাঠামো খাতে তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম পর্যন্ত ব্যাপক বিস্তার করেছে স্বাস্থ্য সেবা। বাংলাদেশ সরকার ২০৩২ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ইতোমধ্যে সরকার ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে এ মন্ত্রণালয় হতে ১২টি অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করে ১০০ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অভিলক্ষ্য ও রূপকল্প

অভিলক্ষ্য (Mission):
স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে একটি **সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা।**

রূপকল্প (Vision):
সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রধান কার্যাবলি

- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান এবং জনগণের প্রত্যাশিত সেবার পরিধি সম্প্রসারণ;
- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধাদিসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন;
- নার্সিং সেবা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন ও বিতরণ এবং আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণ;
- স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত স্থাপনা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ;
- শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি এবং পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং নতুন আবির্ভূত রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকার;
- স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মানব সম্পদের সুষম বিন্যাস নিশ্চিতকরণ;
- স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সকল স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়াদি

মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক হাসপাতাল পরিদর্শন

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন দপ্তর ও সংস্থা

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

জনবল :

বিভাগ/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৩২৪	১৫৭	১৬৭
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	১,০৩,৮১৩	৭৪,৯৬৫	২৮,৮৪৮
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৪৯১	৩৩৯	১৫২
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১,০৪৩	৪৮৮	৫৫৫
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	৩৫,৯৪০	৩৩,৯৮৭	১,৯৫৩
নিমিউ এন্ড টিসি	৯৫	৫৬	৩৯
টেমো	৭৫	৪৯	২৬
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	২৯	২৪	০৫
	মোট = ১,৪১,৮১০	১,১০,০৬৫	৩১,৭৪৫

- ১০ বছরে ১৫,২৮১ জন চিকিৎসক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, প্রতিশ্রুত ১০,০০০ চিকিৎসকের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন
- প্রতিজন চিকিৎসকের বিপরীতে জনসংখ্যা ১৮৭১
- প্রতি ১০ হাজার জনসংখ্যার বিপরীতে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের অনুপাত ৫.৩৪, রেজিস্টার্ড নার্সের অনুপাত ২.৯৯৬
- প্রতি ১০ হাজার জনসংখ্যার বিপরীতে সরকারি হাসপাতালের শয্যার অনুপাত ২.৮৯

সূত্র : Health Bulletin ২০১৭

রাজস্বখাতের সৃজিত পদসমূহ (২০০৯-২০১৮)

ক্রমিক	সাল	মোট সৃজিত পদ
১.	২০০৯	৬০৯১
২.	২০১০	১২৬৮
৩.	২০১১	৭৭১
৪.	২০১২	১৬৯২
৫.	২০১৩	৭৪৯৪
৬.	২০১৪	১৬৩৯
৭.	২০১৫	১৪৭২
৮.	২০১৬	৭৪১৬
৯.	২০১৭	৪৪৯৫
১০.	২০১৮	৩৫২৬
	মোট	৩৫৮৬৪

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট (কোটি টাকায়) :

সচিবালয়/দপ্তর সংস্থা	বরাদ্দের বিভাজন	বরাদ্দ	মোট বরাদ্দ
সচিবালয় (স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটসহ)	পরিচালন	১,০২২.৫৭	৩,৩২৩.৬৬
	উন্নয়ন	২,৩০১.৯	
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (নিমিউ এন্ড টেমোসহ)	পরিচালন	৬,৫৫৪.৮৬	১৩,২৫৩.৩৮
	উন্নয়ন	৬,৮৯৮.৫২	
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	পরিচালন	২০.৯৫	২৫.৯৫
	উন্নয়ন	৫.০০	
স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	পরিচালন	১,৩৯৪.২৬	১,৪৩০.২৮
	উন্নয়ন	৩৬.০২	
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	পরিচালন	১৩৩.০৪	১৩৩.০৪
	উন্নয়ন	-	
		মোট =	১৮,১৬৬.৩১

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ :

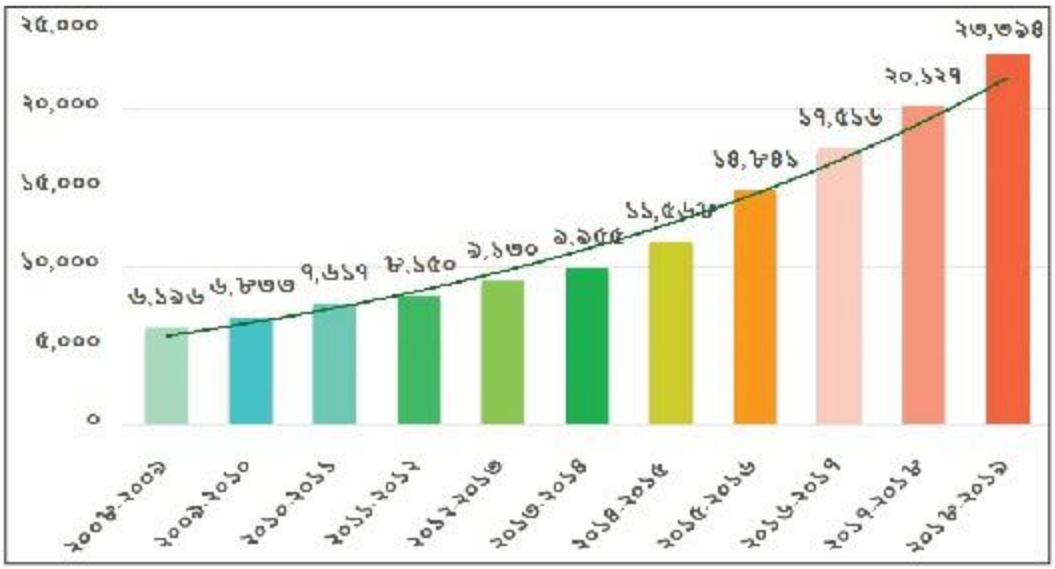

❖ ২০০৮-২০০৯ সনে স্বাস্থ্য খাতে বাজেট ছিল ৬,১৯৬ কোটি টাকা, ❖ চলতি অর্থ বছরের বাজেট ২৩,৩৯৪ কোটি টাকা

❖ ১০ বছরে স্বাস্থ্য খাতের বাজেট প্রায় ৪ গুণ বেড়েছে

প্রধানমন্ত্রীশেখ হাসিনা ঢাকায় জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন

সরকারের ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তি উন্নত করা হবে।
- ১ বছরের নিচে ও ৬৫ বছরের উপরে সকলকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হবে।
- সকল বিভাগীয় শহরে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।
- প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হার্ট, ক্যান্সার ও কিডনি চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা হবে। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে অন্তত ১০০ শয্যার স্বয়ং সম্পূর্ণ ক্যান্সার ও কিডনি চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা হবে।
- সকল ধরনের স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র এবং হাসপাতালগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রচলন করে স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাকে আরো নির্ভুল ও জনবান্ধব করা হবে। অনলাইনে দেশ-বিদেশ থেকে বিশেষায়িত চিকিৎসকের সেবা পাওয়া যাবে।
- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর ভবনসহ সকল সুবিধা পর্যায়ক্রমে আধুনিকীকরণ করা হবে।
- আয়ুর্বেদী, ইউনানী, দেশজ ও হোমিওপেথিক চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন এবং আধুনিকায়ন অব্যাহত রাখা হবে।
- গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি, সেবার মান বৃদ্ধি এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।

মন্ত্রণালয় ঘোষিত আগামী ১০০ দিনের কর্মসূচি

- সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত কার্যক্রমের ভিত্তিতে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা সপ্তাহ উদযাপন করতে হবে
- যে সব নতুন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রস্তুত হয়েছে সে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পর পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে
- মন্ত্রণালয়ে থেকে মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমের তদারকির প্রক্রিয়া চালু বিশেষ করে যন্ত্রপাতি, জনবল কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতি তদারকি করতে হবে
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।
- স্বাস্থ্য সেবাবিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমসমূহ পরিদর্শনের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে সফর করবেন।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভিন্ন পদে ইতোমধ্যে গৃহীত পদোন্নতি প্রক্রিয়া শেষ করা হবে।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে যথাযথ প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- সব হাসপাতালে সহজে দৃশ্যমান সাইন বোর্ডসহ নিওন সাইন এর সাইনবোর্ড স্থাপন করা হবে।
- প্রতিটি হাসপাতালে প্রদেয় সেবা এবং গৃহীতব্য বিভিন্ন ইউজার চার্জের তালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন নিশ্চিত করা হবে।
- স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাগণ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হবেন সে সব সমস্যা এবং তার সমাধানের বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের পরামর্শ গ্রহণের জন্য ওয়েবসাইটে অভিযোগ কর্নার চালু করা হবে।
- হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের জন্য জীপ গাড়ি প্রদান করা হবে।

১০০ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করছেন মাননীয় মন্ত্রী

২০০৯-২০১৮ পর্যন্ত প্রণীত আইন, নীতি/কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা

আইন/বিধি

- মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশু খাদ্য আইন, ২০১৩
- মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন, ২০১৮
- মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮
- কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮
- সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন, ২০১৮
- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধি, ২০১৬
- মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশু খাদ্য বিধিমালা, ২০১৭
- মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) বিধিমালা, ২০১৮

মাননীয় মন্ত্রীগণ শপথ গ্রহণ করছেন

নীতি/পরিকল্পনা/কৌশলপত্র

- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১
- বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি, ২০১২
- জাতীয় পুষ্টি নীতি, ২০১৫
- জাতীয় ঔষধ নীতি, ২০১৬
- জাতীয় পুষ্টি নীতির কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫)
- অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বহুপাক্ষিক কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০২১)
- ন্যাশনাল এ্যাডোলেসেন্ট হেলথ স্ট্রাটেজি (২০১৭-২০৩০)
- কমিউনিটি ভিশন সেন্টার ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালনা নীতিমালা ২০১৮
- হজ্জ স্বাস্থ্যসেবা নীতিমালা ২০১৮
- সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নীতিমালা ২০১৮

কমিউনিটি ক্লিনিক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদিত নতুন নকশার কমিউনিটি ক্লিনিক

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাপ্রসূত একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রম। ১৯৯৮ সালে কমিউনিটি ক্লিনিকের যাত্রা শুরু হয় কিন্তু ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর এ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়; ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত করা হয়;
- এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী অতিসহজে নিকটস্থ কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সমন্বিত স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা পাচ্ছেন;
- ২০০১ সাল পর্যন্ত ১০৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু ছিল। বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে সিএইচসিপি (প্রায় ১৫ হাজার) কমর্রত আছেন, তন্মধ্যে ৫৪% নারী।
- কমিউনিটি ক্লিনিকে বছরে প্রায় ২০০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের ৩০ প্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়।
- প্রতিদিন গড়ে ২ লক্ষাধিক মানুষ সেবা পাচ্ছে
- ৫ সহস্রাধিক কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব সেবা চালু হয়েছে

গুরুত্বপূর্ণ সূচক : অর্জন ও লক্ষ্যমাত্রা

সূচক	২০০৯ সাল	২০১৪ সাল	বর্তমান অবস্থা (২০১৭ সাল)	এসডিজির লক্ষ্য (২০৩০ সাল)
মাতৃ মৃত্যু অনুপাত (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে)	১৯৪	১৮১	১৭২	৭০
৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যু হার (প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে)	৬৫	৪৬	৩১	২৫
নবজাতকের মৃত্যু হার (প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে)	৩৭	২৮	১৭	১২
১ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যু হার (প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে)	৫২	৩৮	২৪	--
মোট প্রজনন হার		২.৩	২.০৫	--
প্রশিক্ষিত, দক্ষ প্রসবকারীর সহায়তায় প্রসবের হার	২০.৯	৪২.১	৭২	৮০
৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বতার হার	৪৩.২	৩৬.১	৩৬.১	১২
সকল প্রকার টিকা (বিসিজি, পেন্টাভ্যালেন্ট, পোলিও ও হাম) গ্রহণকারী ১২ মাসের কম-বয়সী শিশুদের হার	৭৬	৭৮.০	৮২.৩	১০০

সূত্র ঃ এসভিআরএস, বিডিএইচএস, বিএমএমএস, সিএইএস

মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য

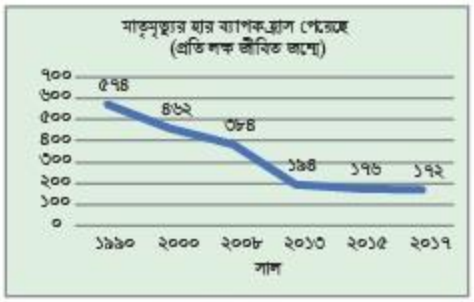

- মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৯০ সালের তুলনায় ৭০ ভাগ কমেছে
- হতদরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের জন্য মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম চালু হয়েছে
- ১২ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীকে কমিউনিটি স্কীলড বার্থ এটেন্ডেন্ট (CSBA) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে প্রতি বছর ২৮ মে জাতীয় ভাবে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালিত হচ্ছে

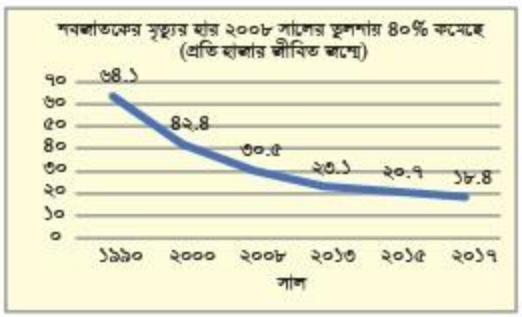

শিশুস্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা কার্যক্রম

শিশুস্বাস্থ্য

- অনুর্ধ্ব ৫ শিশুমৃত্যুর হার ১৯৯০ সালের তুলনায় ৭৪ ভাগ কমেছে
- ইপিআই কর্মসূচিতে নতুন ৪টি টিকা সংযোজন
- ৪৩টি সরকারি হাসপাতালে স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ণ ইউনিট (স্ক্যানু) স্থাপন
- ৬১টি উপজেলা হাসপাতালে নিউবর্ণ স্ট্যাবিলাইজিং ইউনিট (এনএসইউ) স্থাপন

পুষ্টিসেবা

সরকারের কার্যকর ও শক্তিশালী পুষ্টি কর্মসূচির কারণে বাংলাদেশের শিশু, নারী ও সার্বিকভাবে জাতীয় পুষ্টি পরিস্থিতির লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে

- অনুর্ধ্ব ৫ শিশুদের খর্বাকৃতির হার ৪৩% (২০০৭ সাল) থেকে ৩৬% (২০১৪ সাল) এ হ্রাস
- ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন-এ সাপিমেন্টেশন কভারেজ ৮৫% থেকে ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে

সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ

- উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস ও কিডনী রোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে ও স্ক্রিনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) সফটওয়ারে অসংক্রামক রোগের তথ্য সন্নিবেশ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন করা হয়েছে ও তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার খসড়া রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে বিশ্বমানের ভেনোম রিসার্চ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ

- পোলিও রোগ, মাতৃ ও নবজাতক টিটেনাস নির্মূলের জন্য আর্ন্তজাতিক সংস্থা থেকে সনদ পাওয়া গিয়েছে।
- ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
- এইচআইভি সংক্রমণের হার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
- ৮ হাজার রোগীকে হেপাটাইসিস-সি রোগের ওষধ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে।

মানসিক স্বাস্থ্য, অটিজম ও প্রতিবন্ধিতা

মমতাময়ী প্রধানমন্ত্রী বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের সাথে

- বিশ্বে অটিজম বিষয়ে নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে;
- ২৯ জুলাই ২০১২ সালে মিজ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে সভাপতি করে অটিজম বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি ও জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়;
- ২০১৪ সালের ২২ মে অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক সেল প্রতিষ্ঠিত হয়;
- ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অটিজম অন্তর্ভূক্ত করা হয়;
- অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা নিরসনে National Strategic Plan for Neurodevelopmental Disorders (২০১৬-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১.৩৩ লক্ষ (প্রায়) শিশুকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে
- ঢাকা শিশু হাসপাতালসহ ১৬টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ১৫টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ০৯ টি জেলা হাসপাতালে নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।
- ১৯-২১ এপ্রিল ২০১৭ সালে ভুটানে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ভুটানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত এবং থিম্পু ঘোষণা গৃহিত;
- জানুয়ারি, ২০১৫ তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়েইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (IPNA) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে
- জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫টি টিভি স্পট তৈরী;
- অটিজমমোকাবেলায় অনবদ্য স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৪ সালে মিজ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে ডব্লিউএইচও এর এক্সিলেন্স ইন পাবলিকহেলথ পুরস্কার, ২০১৬ সালে WHO Regional Champion for Autism Award গ্রহণ এবং ২০১৭ সালে গুড উইল এম্বাসেডর অব অটিজম;

স্বাস্থ্য বাতায়ন ও টেলিমেডিসিন

- স্বাস্থ্য বাতায়নের হেল্পলাইনে ১৬২৬৩-এ কল করে দিনরাত (২৪/৭) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে সরাসরি ডাক্তারের পরামর্শ, এম্বুলেন্স বুকিং কিংবা স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক যে কোন তথ্য এবং ফোন নাম্বার প্রদান করা হয়।
- মে ২০১৮ হতে শুরু করে স্বাস্থ্য বাতায়নের মাধ্যমে প্রায় ৫৮ হাজার জনকে ডাক্তারী পরামর্শ, প্রায় ১২ হাজার জনকে স্বাস্থ্য বিষয়ক, প্রায় ৮ শত জনকে এম্বুলেন্স বিষয়ক তথ্য, প্রায় ১ হাজার জনের অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রায় ১৫ হাজার জনকে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।
- ডিএইচআইএস২ সফটওয়ার ব্যবহার করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহের নেটওয়ার্ক তৈরী করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত ৬৩টি হাসপাতালের মাধ্যমে প্রায় ২৪ হাজার জন রোগীকে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্প পরিদর্শন

আগস্ট ২০১৭ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি প্রায় ১০ লক্ষ (আইএসসিজি, ২৫ এপ্রিল ২০১৮) জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বালুখালি, লেদা ও কুতুপালং এ অবস্থানরত ৪০% জনগোষ্ঠিই ঝুঁকিপূর্ণ ; তন্মধ্যে গর্ভবতী, দুগ্ধদানকারী মা, শারীরিক প্রতিবন্ধী, অসহায় শিশু, বৃদ্ধ/বৃদ্ধাসহ প্রায় ৬৫ হাজার জনকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় এনজিও এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রায় ৪০০টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রসুতি সেবাসহ বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রসমুহে তিনশতাধিক চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য সহকারী চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছেন। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শিশুকে পোলিও, ডিপথেরিয়া, কলেরা ও হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি রাউন্ডে প্রায় ২০ লক্ষ কলেরার টিকা খাওয়ানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে রিয়েল টাইম রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ করা হয়।

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি ঃ

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচী ১৯৯৮ সাল হতে শুরু হয়ে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনটি সেক্টর প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচী (২০১৭-২০২২) মোট ১,১৫,৪৮৬.৩৬ কোটি টাকা (রাজস্ব ব্যয়ে ৭২,০০০ কোটি টাকা ও উন্নয়ন ব্যয় ৪৩,৪৮৬.৩৬ কোটি টাকা (জিওবি ২৪,৬৩৯.১৩ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৮,৮৪৭.২৩ কোটি টাকা) ব্যয়ে বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে।

৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (২০১৭-২০২২) ঃ

লক্ষ্য : সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অর্জন
ভিত্তি : রূপকল্প ২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট
প্রাক্কলিত ব্যয় : ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা
সরকারি অর্থায়ন : ৮৪%
উন্নয়ন সহযোগিদের অর্থায়ন : ১৬%

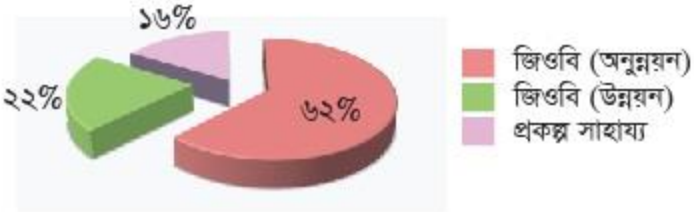

অবকাঠামো উন্নয়ন

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নতুন স্বাস্থ্য ভবন নির্মাণ
১৮টি স্নাতকোত্তর পর্যায়ের চিকিৎসা শিক্ষা বা বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন
সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা ২,৮৮৩টি বৃদ্ধি পেয়েছে (সরকারি হাসপাতাল ১৫টি এবং রেজিস্টার্ড বেসরকারি হাসপাতাল ২,৮৬৮টি)
মোট শয্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬১,১০৩টি (সরকারি হাসপাতালে ১০,৮৪৭টি এবং বেসরকারি হাসপাতালে ৫০,২৫৬টি)

হাসপাতাল ও হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা :

মালিকানা	হাসপাতাল						হাসপাতাল শয্যা					
	সাল			বৃদ্ধি			সাল			বৃদ্ধি		
	২০০৮	২০১৩	২০১৮	২০০৯-২০১৩	২০১৪-২০১৮	২০০৯-২০১৮	২০০৮	২০১৩	২০১৮	২০০৯-২০১৩	২০১৪-২০১৮	২০০৯-২০১৮
সরকারি	৫৮৯	৫৯৩	৬০৪	৪	১১	১৫	৩৮,১৭১	৪৫,৬২১	৪৯,০১৮	৭,৪৫০	৩,৫৩৩	১০,৯৮৩
বেসরকারি	২,২৭১	২,৯৮৩	৫,১৩৯	৭১২	২,১৫৬	২,৮৬৮	৩৬,২৪৪	৪৫,৪৮৫	৮৬,৫০০	৯,২৪১	৪১,০১৫	৫০,২৫৬
মোট	২,৮৬০	৩,৫৭৬	৫,৭৪৩	৭১৬	২,১৬৭	২,৮৮৩	৭৪,৪১৫	৯১,১০৬	১৩৫,৫১৮	১৬,৬৯১	৪৪,৫৪৮	৬১,২৩৯

অ্যাম্বুলেন্স, জীপ গাড়ি ও মোটর সাইকেল বিতরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এম্বুলেন্সের চাবি বিতরণ

রোগী পরিবহন জরুরি স্বাস্থ্যসেবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দ্রুততম সময়ে একটি মানসম্পন্ন অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের ১৬ কোটি মানুষের জরুরি স্বাস্থ্যসেবার পরিবহন চাহিদাপুরণ এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। প্রয়োজন হাজার হাজার এম্বুলেন্সের। নৌ অ্যাম্বুলেন্সসহ স্বাস্থ্য বিভাগের প্রায় সহস্র এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে এম্বুলেন্স সার্ভিস জরুরি রোগী পরিবহনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জরুরী রোগী পরিবহনের উদ্দেশ্যে বিগত ১০ বছরে আড়াই শতাধিক নতুন এম্বুলেন্স এবং ১০টি নৌ-এম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে।

এছাড়াও মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের তদরকিতে সাহায্য করার জন্য দেড় শতাধিক উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে নতুন জীপ গাড়ি এবং ২০০টি মোটর সাইকেল প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত চলমান অপারেশনাল প্ল্যান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ

৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচীভুক্ত অপারেশনাল প্ল্যান:	বাস্তবায়ন মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)
১. সেক্টর ওয়াইড প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২২	২২১.২৯
২. হেলথ ইকনমিক্স এন্ড ফাইন্যান্সিং		২২১.৮৩
৩. ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিস ডেভেলপমেন্ট		১১৬৭৬.২৬
৪. প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ		১১৭.২৭
৫. প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট- এইচএস		৯১৭.৪৮
৬. ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিস		৭২৯.১৪
৭. টিবি-লেপ্রোসি এন্ড এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম		১৬৫৬.৫৩
৮. ন্যাশনাল আই কেয়ার		৮২.৮৫
৯. হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট		৪০৪১.১১
১০. অলটারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার		৪৪০.৫৫
১১. স্ট্রেনদেনিং অব ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট		৬৩.২৫
১২. হিউমেন রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট		৬২.৯০
১৩. ইমপ্রুভড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট		২৮.২৮
১৪. হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেমস এন্ড ই-হেলথ		৭৮৬.৩০
১৫. ম্যাটারন্যাল, নিউনাটাল, চাইল্ড এন্ড এডলসেন্ট হেলথ		৭৭৯১.৩৩
১৬. কমিউনিকেবল ডিজিস কন্ট্রোল		৯৮৮.৩৫
১৭. নন-কমিউনিকেবল ডিজিস কন্ট্রোল		১১১৮.২৭
১৮. কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার		৫০৬৫.৯৮
১৯. লাইফ স্টাইল এন্ড হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন		২১১.৬০

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ	বাস্তবায়ন মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)
১. এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার	জুলাই ২০১০-জুন ২০১৯	১৯৪.৩২
২. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিজেজ রিসার্স এন্ড হসপিটাল	জানুয়ারি ২০১১-জুন ২০১৯	২১৬.২৬
৩. শেখ সায়েরা খাতুন মেডিক্যাল কলেজ এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট	মার্চ ২০১২ - জুন ২০২০	৭০৫.০৪
৪. শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ণ ও প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউট	জানুয়ারি ২০১৬ - জুন ২০১৯	৯১২.৮০
৫. শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন কম্পোনেন্ট ২: দেশের ৮টি বিভাগে অবস্থিত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ডায়াগনস্টিক ও ইমেজিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২১	৯২১.৯৮
৬. এক্সপানশন অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল	জানুয়ারী ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০	৪২০.৩৮
৭. এস্টাবলিশমেন্ট অব ৫০০ বেডেড হসপিটাল এন্ড এনসিলারি ভবন ইন যশোর, কক্সবাজার, পাবনা ও আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ এবং জননেতা নুরুল হক আধুনিক হাসপাতাল, নোয়াখালী	জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১	২১০৩.৩৩
৮. এস্টাবলিশমেন্ট অফ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এ্যাডভান্সড প্র্যাকটিস নার্সেস ইন বাংলাদেশ	জুলাই ২০১৩ - জুন ২০১৯	১২৮.০০
৯. গোপালগঞ্জে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেড প্রকল্প	জানুয়ারী ২০১১ - ডিসেম্বর ২০২০	৫৯৭.২৯
১০. জাতীয় অর্থপেডিক হাসপাতাল ও পুর্নবাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৩ - জুন ২০১৯	৩৭০.২৫

প্রস্তাবিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

১. বিভাগীয় পর্যায়ের হাসপাতালে ১০০ শয্যার ক্যান্সার ইউনিট স্থাপন
২. জেলা পর্যায়ে ডায়ালাইসিসসহ কিডনি চিকিৎসার সুবিধা সম্প্রসারণ
৩. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ
৪. বিভাগীয় পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ শিশু হাসপাতাল স্থাপন
৫. ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আধুনিক রেডিওলজি ও ইমেজিং সুবিধা সৃষ্টি

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (UHC)

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির কার্ড বিতরণ

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (UHC) নিশ্চিতকল্পে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১২ সনে Health Care Financing Strategy তথা স্বাস্থ্য সেবা অর্থায়ন কৌশল (২০১২-৩২) প্রণয়ন করা হয়েছে। সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষতা অর্জন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০৩২ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (UHC) অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে প্রাথমিকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK) শীর্ষক পাইলট কার্যক্রম চলমান রয়েছে
- SSK এর অধীনে টাঙ্গাইল জেলার ৩টি উপজেলার (কালিহাতী, ঘাটাইল ও মধুপুর) দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের সদস্যদেরকে বিনামূল্যে অন্ত:বিভাগে ভর্তিকৃত রোগী সেবা (In-patient) কার্যক্রম চলমান ও অচিরেই সীমিত সংখ্যায় বহি: বিভাগীয় সেবা (Out-patient) প্রদান করা হবে
- Scheme Operator হিসেবে Green Delta Insurance (GDI) Company Limited কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। GDI তিনটি উপেজলায় SSK ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে SSK রোগীদের SSK কার্ড প্রদান, Claim প্রস্তুতকরণ এবং Claim Settlement কার্যক্রম বাস্তবায়নে SSK Cell কে সহায়তা প্রদান করছে
- কালিহাতিতে ২৭,৫৩৩টি, ঘাটাইলে ২৭০০২ টি ও মধুপুরে ২৬১৫৬ টি দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়েছে
- এখন পর্যন্ত কালিহাতি উপজেলায় ২৭,৫৩৩টি, মধুপুরে ২৬,০৭৫টি এবং ঘাটাইলে ২৬,৮৮৮টি SSK কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।
- Benefit Package এ রোগের সংখ্যা ৫০টি হতে ৭৮টি করা হয়েছে। SSK এর মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম চলছে
- ৩টি উপেজলায় SSK Medicine Store চালু করা হয়েছে
- SSK ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতি উপজেলা পর্যায়ে SSK ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে
- SSK বুথ প্রতি উপজেলায় চালু হয়েছে
- SSK Automation অটোমেশনের কাজ প্রক্রিয়াধীন। আগামী ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ মাসে ঘাটাইল উপজেলায় প্রাথমিকভাবে Automation কাজ চালু হবে

গৃহীত প্রধান প্রকল্পসমূহ (২০০৯-২০১৮)

বিশ্বের সর্ববৃহৎ বার্ন ইনস্টিটিউট 'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী'

- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল
- জাতীয় নাক-কান-গলা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিকাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি) এন্ড হসপিটাল, চট্টগ্রাম
- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ
- ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা), বিএসএমএমইউ
- শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ণ এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী এন্ড হসপিটাল
- শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট এন্ড হসপিটাল
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজী এন্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন হাসপাতাল (নিটোর)
- মুগদা ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ

শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট এন্ড হসপিটাল

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

নার্স সমাবেশ

- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবার মান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১১ সালে নার্সদের প্রারম্ভিক পদটি ৩য় শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছে।
- ২০০৯-২০১৮ সময়ে প্রায় ১৫ হাজার নার্স নিয়োগ করা হয়েছে এবং চাকুরীর বয়সসীমা ৩০ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩৬ করা হয়েছে
- ২০০৯-২০১৮ সময়ে প্রায় ৩ হাজার মিডওয়াইফ এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রায় ১২ শত জন মিডওয়াইফ নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে
- নার্সিং এ উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ঢাকা মুগদায় জাতীয় নার্সিং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (NIANER) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

- মহাখালীতে 'ঔষধ প্রশাসন ভবন' নির্মাণ
- ২০১০ সালে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর অধিদপ্তরে উন্নীত
- দেশীয় চাহিদার ৯৮% ঔষধ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে
- ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের ১৪৫টি দেশে ঔষধ রপ্তানি হচ্ছে

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী (ইডিসিএল)

- ঢাকা এবং বগুড়ায় একটি করে কারখানা আছে;
- এ দু'টি কারখানায় ১৫৫ প্রকারের ঔষধ উৎপাদন হয়;
- সরকারি হাসপাতাল খাতের ৭৫% ঔষধ এই প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ করা হয়;
- সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোপালগঞ্জে নতুন ১টি কারখানা উদ্বোধন করেছেন।

ইডিসিএল ভবন

আন্তর্জাতিক সম্মাননা ও স্বীকৃতি

২০০৯ ও ২০১২ : সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) ও শিশু স্বাস্থ্যে অসাধারণ ধারাবাহিক সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাক্সিন এন্ড ইমুনাইজেশন (GAVI) অ্যাওয়ার্ড

২০১০ : ক্রমবর্ধমান শিশু মৃত্যুহার হ্রাস করায় জাতিসংঘ কর্তৃক মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অ্যাওয়ার্ড।

২০১১ : ই-হেলথ কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ কর্তৃক 'ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট' পুরস্কার

২০১৩ : দারিদ্র হ্রাস ও বিমোচনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দ্য ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন (আইওএসএসসি) অ্যাওয়ার্ড

২০১৪ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পোলিও মুক্ত দেশের সনদ প্রাপ্তি

২০১৪ : অটিজম বিষয়ে অনবদ্য ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ মিজ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে WHO Excellence in Public Health in South-East Asia Award

২০১৫ : বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সঠিক নেতৃত্ব দানের জন্য চ্যাম্পিয়নস্ অব দ্যা আর্থ অ্যাওয়ার্ড

২০১৭ : WHO SEARO Goodwill Ambassador হিসেবে মিজ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন নিয়োগপ্রাপ্ত

২০১৮ : জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকের প্রতি মানবিক আচরণের স্বীকৃতিস্বরূপ আইপিএস ইন্টারন্যাশনাল এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে করণীয়

ক্রমিক	চ্যালেঞ্জ	বিবেচনাধীন কর্মকৌশল
১.	মাঠ পর্যায়ে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা	❖ প্রতিষ্ঠান ও বিষয়ভিত্তিক জনবলের প্রয়োজন নির্ধারণ; ❖ উচ্চ শিক্ষার নীতিমালা সামঞ্জস্যকরণ; ❖ আবাসিক সুবিধাসহ চাকুরীর অন্যান্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধিকরণ; ❖ মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং জোরদারকরণ।
২.	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ	❖ ভৌত অবকাঠামোর সার্বিক মাষ্টার প্ল্যান তৈরিকরণ; ❖ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি; ❖ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৩.	যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ	❖ একটি সমন্বিত মাষ্টার প্ল্যান তৈরিকরণ; ❖ Asset Management System জোরদারকরণ; ❖ তদারকি; ❖ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য Comprehensive Maintenance Contract.
৪.	অসংক্রামক রোগ মোকাবেলা	❖ দেশব্যাপী জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং একাজে সম্ভাব্য সকল খাতকে সংযুক্ত করা; ❖ মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং সম্প্রসারণ; ❖ হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করা;
৫.	নগর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা	❖ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা। ❖ বিদ্যমান আরবান ডিসপেন্সারিসমূহের উন্নয়ন করা; ❖ নগরের প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা; ❖ টারশিয়ারি পর্যায়ের হাসপাতালসমূহের বহি:বিভাগে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কর্নার স্থাপন করতে হবে;
৭.	বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন	❖ আইনি কাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার; ❖ স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন ও তত্ত্বাবধান বৃদ্ধি করা; ❖ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মান-নির্দেশক স্বীকৃতি প্রদান (accreditation)
৮.	স্বাস্থ্য সেবার ব্যয় হ্রাস	❖ প্রতিটি রোগের Disease Related Group তৈরী এবং চিকিৎসার জন্য সাশ্রয়ী প্রটোকল প্রস্তুত ❖ স্বাস্থ্য বীমা চালুকরণ; ❖ ঔষধ ও রোগ-নির্ণয়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯ জুন ২০১৪ তারিখে এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন এবং এ সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা প্রদান করেন। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সংশ্লিষ্ট এ সব নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯ জুন ২০১৪ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

ক্রমিক	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সকল দপ্তর, পরিদপ্তর ও অধিদপ্তরের শূণ্য পদ পূরণের সত্বর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত সময়কালে ১৩৮৪৫ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রথম শ্রেণীর ২৭০ জন কর্মকর্তা, ২য় শ্রেণীর ২৩ জন কর্মকর্তা এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ২৭৬৫৯ জন কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
২.	স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা উপখাত দুটির কার্যক্রম আরও সমন্বিত ও সম্পূরক করতে হবে।	স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা উপখাত দুটির কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বিতভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।
৩.	বিদ্যমান Drug Testing Laboratory'র উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। পর্যায়ক্রমে এলাকাভিত্তিক ল্যাবরেটরি এবং হারবাল ঔষধ ও প্রসাধনী পরীক্ষার ল্যাব স্থাপন করতে হবে। দেশে প্রস্তুতকৃত এবং বিদেশ থেকে আমদানীকৃত প্রসাধন সামগ্রী পরীক্ষার জন্য নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে।	ঢাকায় 'National Control Laboratory (NCL)' এবং চট্টগ্রামে Drug Testing Laboratory স্থাপন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অপারেশন প্ল্যানের আওতায় ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ল্যাবরেটরি সমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নতুন ভবনের উর্ধমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে Drug Testing Laboratory for Traditional Medicine নির্মাণের কাজ চলতি অর্থবছরে শুরু করা হবে। Cosmetic Registration Guideline এবং পরীক্ষার নীতিমালা প্রনয়ণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি কাজ করছে।

ক্রমিক	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪.	স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুন্নয়ন ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে প্রত্যেক সেবা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উৎস অনুসন্ধান করে নিজস্ব উন্নয়ন তহবিল গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।	স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উৎস বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিষয়টি প্রচলিত আর্থিক বিধিবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, অর্থ বিভাগ থেকে প্রতিটি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিভিন্ন খাত-উপখাতে ক্রমাগতভাবে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হচ্ছে।
৫.	নার্স-এর শূণ্যপদসমূহ সত্বর অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা পূরণ করতে হবে। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগের লক্ষ্যে বয়সসীমা শিথিল করার পদক্ষেপ নিতে হবে। নার্সগণকে বিভিন্ন ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।	২০১৬ সালে ৯৫৯৮ টি এবং ২০১৮ সালে ৫০৯২ টি সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অভিজ্ঞদের নিয়োগের স্বার্থে সিনিয়র স্টাফ নার্স / নার্স পদে প্রবেশের বয়সসীমা শিথিল করে ৩০ বছরের স্থলে ৩৬ বছর করা হয়েছে। ১২৭০ জন নার্সিং কর্মকর্তাকে ইংরেজি ভাষায় প্রশিক্ষণ এবং পর্যায়ক্রমে ৫ জন এমপিএইচ, ৭৫ জন মাস্টার্স এবং ৬৬০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স সহ মোট ৭৪০ জনকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৬.	সকল হাসপাতালের শিশু বিভাগের মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।	৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ১টি জেলা হাসপাতালসহ মোট ২৯টি Special Care of Newborn Unit স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকায় "ন্যাশনাল চিলড্রেন হাসপাতাল ও ইনিষ্টিটিউট, বাংলাদেশ" ও সকল বিভাগে শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৭.	স্বাস্থ্য সেবার ব্যয় বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্র বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সেবার মান নিশ্চিতকরণে একটি অভিন্ন মান (Protocol) এবং রোগ নির্ণয় ও ঔষধের মূল্য নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	* স্বাস্থ্য সেবায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা বিশেষ করে রোগ নির্ণয়, আইসিইউ, সিসিইউ, ডায়ালাইসিস-এর মান ও সেবামূল্য নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটি খসড়া প্রণয়নের কাজ করছে। * ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইর্মাজেন্সি প্রোটোকল ও ক্লিনিক্যাল অডিট চালু হয়েছে; পর্যায়ক্রমে সারাদেশে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্প্রসারণ করা হবে।
৮.	শিশুদের মধ্যে Autism Syndrome সহ অন্যান্য মানসিক উন্নয়ন সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একযোগে	* National Strategic Plan for Neuro developmental Disorders (২০১৬-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। * ১৬টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ০৯ টি জেলা সদর হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রমিক	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	কাজ করবে এবং এলাকা ভিত্তিক মানসিক বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত স্কুল পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতিম Autistic শিশুদের লালন পালন করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।	✲ প্রতিটি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে ১ জন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, ১ শিশু বিকাশ থেরাপিস্ট এবং ০২ জন সহযোগী কর্মচারী দ্বায়িত্বরত আছে। ✲ এতিম Autistic শিশুদের লালন পালন করার বিষয়ে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও NDD Protection Trust কাজ করছে।
৯.	সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই লক্ষে আর্থিক ও অন্যান্য বাধা দূরীকরণে স্বাস্থ্যবীমা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সর্বজনীন Financial Coverage প্রদানের জন্য Health Care Financing Strategy ২০১২-২০৩২ প্রণয়ন করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার ৩টি উপজেলায় (কালিহাতী, ঘাটাইল ও মধুপুর) স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচীর আওতায় দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে অন্ত:বিভাগে ভর্তিকৃত রোগীসেবা কার্যক্রম চলমান আছে।